R. N No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.). 267228 (Resi.)/STD 0348) P. Regd. No WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী. চেয়ার, টেবিল,
খাট সোফা ইত্যাদি
বাহতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটী লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ
৩৪ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে পৌষ, বুধবার, ১৪১৩ সাল।
১০ই জানুয়ারী, ২০০৭ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

জমির বিবাদে পুলিশী অবহেলায় এক পরিবারের তিনজন মারা গেলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহরের উপকন্ঠে আইলের ওপরে গত শনিবার দুপুর ১২টা নাগাদ প্রকাশ্যে ভাড়া করা দুষ্কৃতীর বোমায় দুই ভাই অবিনাশ মন্ডল (৪০) ও মধু মন্ডল (৩৫) মারা গেলেন। অনুসন্ধানে জানা যায় বাড়ীর পাশের ১০ কাঠা জায়গা নিয়ে প্রতিবেশী সুধা মন্ডলের সঙ্গে অবিনাশদের বিবাদ দীর্ঘদিনের। এই নিয়ে কোর্ট কাছারিও হয়। গত ৬ জানুয়ারী '০৭ ১৪৪ এর বলে সুধা মন্ডলের লোকজন জায়গার দখল নিতে যায়। তার আগে রঘুনাথগঞ্জ থানার আই. সির দারস্থ হন অবিনাশ মন্ডল। কিন্তু পুলিশ ঘটনাস্থলে যেতে গড়িমসি করার ফলে বিবাদ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় শনিবার দুই পুত্রের অকাল মৃত্যুতে ৮ জানুয়ারী সন্ধ্যায় শোকাহত হয়ে মারা যান অবিনাশের মা সুন্দরী মন্ডল। স্থানীয় মানুষ এই ঘটনার জন্য পুলিশের দীর্ঘসূত্রিতাকে দায়ী করে। পুলিশ ঠিক সময়ে হস্তক্ষেপ করলে এই ধরনের দুঃখজনক ঘটনা ঘটতো না বলে মন্তব্য করেন কংগ্রেস নেতা সমীর পন্ডিত। গত ৯ জানুয়ারী এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ ন' জনকে গ্রেপ্তার করে।

রঘুনাথগঞ্জ থানার আই, সির পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের ডেপুটেশন

রঘুনাথগঞ্জ-১ এবং ২ ব্লক কংগ্রেস কমিটির ডাকে প্রায় ১৫০০ সমর্থক রঘুনাথগঞ্জ থানার পক্ষপাতমূলক আচরণের বিরুদ্ধে গণডেপুটেশন এবং বিক্ষোভে সামিল হন স্থানীয় থানায় গত ৬ জানুয়ারী। অগণতান্ত্রিক, পক্ষপাতমূলক আচরণ, রঘুনাথগঞ্জ থানায় এলাকাধীন নিরীহ কংগ্রেস কর্মী ও সাধারণ মানুষকে মিথ্যা মামলায় হয়রানি ও তাদের স্বাভাবিক জীবনকে দুর্বিষহ করার প্রতিবাদে এবং নানা অজুহাতে নানা প্রকার হয়রানির শিকার হওয়ার জন্য তারা ৮ দফা দাবী সম্বলিত এক স্মারকলিপি জমা দেন। দাবী সমূহের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়ক (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রাণী স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এপিক খাদ্যের ভূমিকা

অসিত রায় : প্রাণী স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এপিক খাদ্যের ভূমিকা শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডেয়ারী এ্যান্ড পোলট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (গাজোল ফিডপ্ল্যান্ট) এর উদ্যোগে স্থানীয় এস. ডি. ও. জঙ্গিপুর রিক্রিয়েশন ক্লাব প্রাঙ্গণে গত ৩০ ডিসেম্বর '০৬। প্রধান অতিথি ছিলেন আনিসুর রহমান, মন্ত্রী প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন জঙ্গিপুরের পৌরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। অন্যান্য সম্মানীয় (শেষ পৃষ্ঠায়)

বেবী ফুডের লাইসেন্স রিনিউ হয় না বছরকাল

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের বিতর্কিত কর্মী অজয় চৌধুরী নাজিরবাবু বলে দপ্তরে পরিচিত। বেবী ফুড সেকসনের দায়িত্বে তাঁকে বহাল করা হলেও তিনি কোন দায়িত্ব নিয়মমতো মেনে চলেন না। যার ফলে বছরের পর বছর বেবী ফুডের লাইসেন্স রিনিউ হয় না এখানে। মহকুমার ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স তিনি বস্তাবন্দী করে তাঁর দপ্তরে ফেলে রেখেছেন বলে অভিযোগ। এর ফলে এনফোর্সমেন্ট বা লাইসেন্স দেখানোর প্রয়োজন হলে ব্যবসায়ীরা বিপাকে পড়ছেন পদে পদে। আরো খবর, বর্তমান (শেষ পৃষ্ঠায়)

কর্মনাশা বাংলা বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে দফায় দফায় রাজনৈতিক সংঘর্ষে অন্ততঃ ৬ জনের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যের প্রায় সমস্ত বিরোধী দল বাংলা বন্ধের ডাক দিয়েছিলো গত ৮ জানুয়ারী। ফলে রাজ্যবাসী বছরের প্রথম সপ্তাহে পেয়ে গেলো কর্মনাশা বন্ধের উপহার। বিরোধী দলের ডাকা এই বন্ধের ফলে স্বাভাবিক জনজীবন যে ব্যাহত হবে তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। এর ফলে মহকুমার সর্বত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। ব্যাংক, পোষ্টাফিস বা সমস্ত সরকারী অফিসেই দলীয় সমর্থকদের পিকেটিং ছিল। ছিল পুলিশ মোতায়েনও। (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে পৌষ বুধবার, ১৪১৩ সাল।

এসো পৌষ যেও না—

বাংলার ছয় ঋতুর সেরা ঋতু বসন্ত। তখন পড়ে গরমের আমেজ। শীতের প্রখরতা কমিয়া আসে, আবার গরমের আভাষ মাত্র গায়ে লাগে। গাছে গাছে ফুটিয়া উঠে ফুল। নব কিশলয় দেখা দেয় শাখি শাখে। শরীর মনে জাগিয়া উঠে আনন্দের শিহরণ। তবুও পৌষ মাসকেই বলা হয় লক্ষ্মী মাস। যদিও এই মাসে শীতের কুহেলীতে চারিদিক আছন্ন করিয়া রাখে। শরীরের জড়তা যাইতে চাহে না। এই সময় শীত আরো জাঁকাইয়া পড়িয়াছে। তবুও এই মাসে মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা জীবনকে করিয়া তোলে আনন্দ-মুখর। বাংলার ক্ষেতে ক্ষেতে সোনার ধান। সেই পাকা ফসল কাটিয়া ঘরে আনিবার জন্য চাষীরা বড় আরামে পরিশ্রম করে। মনে আনন্দ নূতন উপার্জনের প্রত্যাশায়। শরীরের ক্লান্তি সহনীয় শীতের শীতলতার স্পর্শে। কৃষকের, গৃহস্থের চোখে ফুটিয়া উঠে সোনার স্বপ্ন। মনে জাগিয়া উঠে খুশীর উন্মাদনা। সে কারণেই স্বল্পবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত সকলেই আনন্দ উৎসবে, লক্ষ্মীর আরাধনায় মাতিয়া ওঠে। এই মাসেই 'ধান কাটা হয় সারা'। ভারা ভারা ধান গো শকটে বোঝাই হইয়া মাঠ হইতে ঘরে আসে। বাতাসে ভাসে ধানের গন্ধ। অপরদিকে তরিতরকারীর ক্ষেতেও অপর্যাপ্ত ফসলের সমারোহ। ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, মূলো, পালং প্রভৃতি বিবিধ শাকের আমদানী হাটে বাজারে। সব্জী মূল্য হয় নিম্নমুখী। সকল প্রকার মশলার দামও এই মাসেই কম থাকে। নূতন ধানের নূতন চাউল বাজারে আসিয়া উপস্থিত হয়। চাষীর ঘরে যেমন অপর্যাপ্ত ফসল, তরিতরকারী, সব্জীর বিনিময়ে আসে অর্থ। আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা দেয় সকল শ্রেণীর গৃহস্থের ঘরে। সেই আনন্দকে উপলব্ধি করিবার জন্যই গ্রামের শহরের যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, স্ত্রী-পুরুষেরা এই সময়ে চিত্তবিনোদনের মানসে সনভোজনের আয়োজন করে। এই সময়েই সূর্য্যের কিরণেও তখন সুখের স্পর্শ, স্নিগ্ধতা যাহা শরীর ও মনে জাগায় পরম তৃপ্তি। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পূজাকে কেন্দ্র করিয়া হয় পিঠাপুলি, পায়েস প্রভৃতি রুচিকর ভোজনের আয়োজন। সেই কারণেই পৌষকে আহ্বান করিয়া বাঙ্গালী হৃদয় মাতিয়া উঠিয়া বলে—'এসো পৌষ যেও না।' পৌষ বরণ বাঙ্গালীর অতি প্রাচীন প্রথা। এই বছরও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সুখের এই মাসটিকে বিদায় দিতে মানুষ বড়ই ব্যথিত। শীতের প্রচন্ড আক্রমণে পর্যুদস্ত দরিদ্র মানুষও আহারের সুখের জন্যই এই মাসকে বিদায় দিতে চাহিতেছে না। তাই সংক্রান্তি উৎসবে পৌষের শেষ দিনে লক্ষ্মী মাসকে আবাহন করিয়া বেদনার্ত কন্ঠে কহিতেছে—'এসো পৌষ, যেও না।'

ওয়ার্ক কালচার

অমলকৃষ্ণ গুপ্ত

ইংরেজি ওয়ার্ক কালচারের বাংলা হয়েছে কর্ম সংস্কৃতি। আমার মনঃপুত নয়। আসলে আমরা এখানে কালচারের যে অর্থ করছি তা শিল্পকলা ইত্যাদির বেলায় প্রযোজ্য সংস্কৃত ঘেঁষা প্রতি শব্দ হওয়া উচিত কর্মনিষ্ঠা। আর সোজা বাংলায় কাজের চাড় বা আঠা। বলাই বাহুল্য আজ আর অপিসে আদালতে কাজের কোন চাড় নেই। যা আছে তা অকাজের।

হঠাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চেতনা হয়েছে যে অপিসে কাজ কর্ম ঠিকমতো হচ্ছে না। সরকারী কর্মচারী এবং আধিকারিকরা ঠিক সময়ে অপিসে আসছেন না ইত্যাদি। গয়লা এতদিন দুধে ইচ্ছে মতো জল মেশাচ্ছিল। কারো খেয়াল হয়নি। হঠাৎ গৃহস্থ সজাগ হয়েছে এবং কড়াকড়ির হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা যে ভেঙেছে, সেটা সুলক্ষণ। কিন্তু এটা অকাল নিদ্রাভঙ্গ নয় তো? তাহলে কিন্তু সুফলের চাইতে কুফল ঘটবার সম্ভাবনাই বেশি।

বামফ্রন্ট সরকার নড়ে চড়ে বসেছেন। একেবারে দিনক্ষণ বেঁধে আদেশ জারি হয়েছে যে ১লা আগষ্ট '৯৯ থেকে সকলকে ১০-১৫-র মধ্যে অপিসে আসতে হবে ও হাজিরা বই-এ সই করতে হবে। প্রথমতঃ বিসমিল্লায় গলদ হয়ে গেল। ১লা আগষ্ট '৯৯ রবিবার। সেদিন কোনো অপিসই খোলা থাকে না। সুতরাং হাজিরা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। দ্বিতীয়তঃ এ আদেশ জারির প্রয়োজন কী, যখন সকলেরই জানা যে অফিস চলে ১০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত, অন্ততঃ চলা উচিত। যদি সকলকে মনে করিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য, তাহলে এ আদেশ যথারীতি পালিত হওয়ার চাইতে লঙ্ঘিত হওয়ার সম্ভাবনাই যে বেশি, তা বোঝা উচিত ছিল। সুতরাং লোক দেখানো এই ধরনের আদেশ বের না করে সরকার যদি দু' চারজন দোষীকে 'শোকজ' করতেন দেরিতে আসার জন্য তাহলে সেটাই কি বেশি যুক্তিযুক্ত হতো না?

সংস্কৃতে বলে বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্—অর্থাৎ যিনি বিষবৃক্ষকে বাড়তে সাহায্য করেছেন তাঁর পক্ষে সে বৃক্ষ চ্ছেদন করা অশোভন নয় কি?

বামফ্রন্ট সরকার যেদিন থেকে কো-অর্ডিনেশন কমিটি গড়তে সাহায্য করছে এবং সেই কমিটিকে শিখন্ডী খাড়া করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে আগ্রহী হয়েছে, সেদিন থেকেই ওয়ার্ক কালচার সরকারী অপিস থেকে বিদায় নিয়েছে। কংগ্রেস আমলে ফেডারেশনকে মদৎ দিয়ে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার যে ভুল করেছিল, বামফ্রন্ট সরকার সেই ভুলের পথেই পা বাড়িয়েছে। দিনের পর দিন কো-অর্ডিনেশন কমিটির ছোট বড়ো নেতারা অপিসের ডিসিপ্লিন বা নিয়ম-শৃঙ্খলাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে কাজে ফাঁকি দিয়ে রাজনৈতিক কাছ করে চলেছে। তারা নিয়মিত সময়ে অপিসে তো আসেই না, এমনকি অপিসে না আসলেও তাদের চলে। তাদের কাজ হলো অফিসারদের চোখ রাঙিয়ে শায়েস্তা করা কিংবা তাদের বিপদে ফেলা। কাজ না করলেও কো-অর্ডিনেশন কমিটির পান্ডাদের কর্মোন্নতিতে কোনো বাধা সৃষ্টি হয় না। প্রমোশন তো পায়ই, এমনকি রাজনৈতিক নেতা বনে গিয়ে এমপি হতেও কোনো বাধা নেই। এদের কাজকর্ম দেখে ফেডারেশন দলভুক্ত যারা তারাও হাত গুটিয়ে বসে নেই। তারাও কাজের চাইতে অকাজ করছে বেশি। যারা কোনো দলেই নেই তারাই কেবল বোকার মতো ঠিক সময়ে অপিসে আসে ও দীর্ঘ সময় খেটে অপিসের বকেয়া ফাইল সাফ করে। এদের জন্যই সরকারী অপিসের চাকা এখনও সচল আছে।

কাজে অনীহা আজ কী আকার ধারণ করেছে তা বুঝতে পারি দূরদর্শনে "ফাঁকি" নামে কার্টুন অ্যানিমেশন দেখে। অপিসে চা-পান ও খবরের কাগজপড়া যে নিষ্ঠা নিয়ে হয় এবং চা, সিগারেট ইত্যাদি যে দ্রুততার সঙ্গে সরবরাহ করা হয়, ফাইলও ততো বেশি চাপা পড়তে থাকে। সেদিকে দৃষ্টি দেবার চাড় কারো নেই। ফলে যিনি অবসর নিচ্ছেন তিনি তাঁর পেনসন পাবার সময় (৩য় পৃষ্ঠায়)

বিবেকবান নরেন্দ্রনাথ

হরিলাল দাস

'হে ভারত, ভুলিও না দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী তোমার ভাই—তোমার রক্ত—' এসব আমাদের মুখস্থ, অন্তরস্থ নয়। অথবা, সব ভুলেছি। কারণ, দরিদ্রকে দূরে হঠিয়েছি, মূর্খকে জনপ্রতিনিধি করে শাসনাসনে বসিয়েছি, আর চন্ডালগণ এখন মান্য তপশীলে সংরক্ষিত। দেখো বিবেকানন্দ, আমাদের এই 'বর্তমান ভারত'।

বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক জীবন নয়, নরেনের লৌকিক জীবন নিয়ে কিছু নিবেদন করতে তাঁকে স্মরণ করছি। এই পৌষ / জানুয়ারি মাসে ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার সিমুলিয়া দত্ত বাড়িতে তাঁর জন্ম। সাহসী ছিলেন। বালক নরেন্দ্র শুনলেন বাগানে ভুত আছে। তাই ভুত দেখতে একাকী গাছে চড়ে বসেছিলেন। বাল্যে রামায়ণ কথা শুনে শুনে তিনি হনুমান চরিত্রটির প্রতি আকৃষ্ট হন। ভারি অদ্ভুত না? শুনেছিলেন নিচু জাতের মুখে টানা হুকোতে মুখ দিলে জাত যায়। অমনি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন কেমন করে জাত যায়। অখন্ড মনোযোগী প্রখর স্মৃতিধর ছিলেন। ক্লাসে মাষ্টারমশাই পড়াচ্ছেন—তিনি চোখ বুজে শুনছেন। তাই দেখে মাষ্টারমশাই ভুল ভাবলেন—ছাত্রটি ঘুমুচ্ছে। ঠাস করে শাসন চপেটাঘাত। রাগত নরেন্দ্র চোখ খুলে উঠে দাঁড়িয়ে গড়গড় করে শোনা পাঠ নির্ভুল বলে দিলেন।

পিতৃ বিয়োগের পর চরম দারিদ্রের অভিজ্ঞতা। ভারত পরিব্রাজক হয়ে ভারত দর্শন প্রত্যক্ষ। রামকৃষ্ণকে পরীক্ষা করে দেখেন—টাকা মাটি, মাটি টাকা বলতে শুনে একটি মুদ্রা রামকৃষ্ণের বসার আসনের নীচে লুকিয়ে রাখেন। পরীক্ষায় পাশ করে তিনি বলেন—নিশ্চয় যাচাই করে তবে গুরু করবি।

চিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর সেই সম্মোহনী সম্বোধন—"Sisters and Brothers of America" সাড়া বিশ্বে আলোড়ন তোলে। তিনি লিখেছেন—সম্মুখে বহুরূপে তোমায় ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।—এই কথা পালন করতে পারলে আমরাও মানুষ হব।

পণগ্রহারে গরু চোর হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর লাগোয়া বিশ্বনাথপুরের জালিম সেখ গত ২১ ডিসেম্বর রাতে এক সঙ্গী নিয়ে সুতী থানার গিয়াস মোড়ে গরু চুরি করতে যায়। সেখানে সঙ্গীটি পালিয়ে গেলেও বমাল সমেত জালিম ধরা পড়ে যায়। উত্তেজিত জনতা তার ডান হাত এবং ডান পা ভেঙ্গে দেয়। জালিম এখন জঙ্গিপুর হাসপাতালে।

শুভ বড় দিন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির মনিগ্রাম ক্যাথলিক চার্চে বড়দিন উপলক্ষে গত ২৫ ডিসেম্বর বহু মানুষের সমাগম হয়। প্রভু যিশুর জন্ম মন্ডপ বিভিন্ন রঙের আলোতে আলোকিত ছিল। এই উপলক্ষে হল ঘরে বাংলার মনীষীদের সঙ্গে অনশনরত তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত অমর্ত্য সেনের চিত্রাঙ্কন শোভিত হয়।

বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা মডার্ণ পাবলিক স্কুলের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ১৭ ডিসেম্বর সুজাপুর প্রাইমারী স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীকান্তবাটী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উৎপল মন্ডল।

ওয়ার্ক কালচার (২য় পৃষ্ঠার পর)

তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। তাঁকেও দিনের পর দিন ফিরে যেতে হচ্ছে।

আসলে পুরো সিস্টেমের মধ্যে ঘুণ ধরেছে। দীর্ঘদিন ধরে সরকারী কর্মচারীরা দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছে। তারা বুঝে নিয়েছে কাজ না করলেও চলে, বা কাজের ভান করলেও চলে। পূর্বে দেওয়ানী আদালতে কাজ হতো ঢিমেতালে, কিন্তু ফৌজদারী আদালতে কাজ হতো দ্রুতগতিতে। এখন দেওয়ানী আদালত হয়েছে আরো দীর্ঘসূত্রী এবং ফৌজদারী আদালতেও সে দ্রুতগতি নেই। দেওয়ানী আদালতে মামলার দিন জানতে হলে পেশকারবাবুর হাতে কিছু গুঁজে দিতে হবে। বাড়ি ভাড়া মামলা চলাকালীন কোর্টে জমা পড়লে তা উদ্ধার করতে হলে ১০% খরচ করতে হয়। এ সবই এখন ওপেন সিক্রেট। ফৌজদারী কোর্টেও পেশকারের দৌরাত্ম্য অবাধগতিতে চলেছে। কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে একটি সাধারণ মানহানির মামলা চলেছিল পাঁচ বছর ধরে, যে মামলা তিন থেকে ছ' মাসের মধ্যেই নিষ্পত্তি হবার কথা। কোর্টে বিচারক এসে বসেন ১২টা নাগাদ এবং দু' তিন ঘন্টা কাজ করেই এজলাস ছেড়ে নিজের চেম্বারে বসেন। যে কোনো উচ্ছেদের মামলা ফয়শালা হতে লাগে দশ থেকে পনের বছর। লোক আদালত ইত্যাদি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য গঠিত হলেও অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি।

পুলিশী শাসনের কথা যতো কম বলা যায় ততোই ভালো। স্বাধীনতার পাঁচ দশকের কিছু পরেও পুলিশ প্রকাশ্যভাবে লরি ও অন্যান্য গাড়ির ড্রাইভারদের কাছ থেকে ঘুঁষ নেয়। পুলিশের মধ্যে যারা ঘুঁষের ঘটোৎকচ, অর্থাৎ ঘট ভর্তি উৎকোচ নেয় তাদের লাইফস্টাইল দেখলেই তা বোঝা যায়। তারা যে মাইনে পায় অন্ততঃ তার দশ গুণ আয় তাদের না হলে ঐভাবে বিশালবহুল জীবনযাপন করা যায় না। পুলিশ অবশ্য রাত জেগে কাজ করে। তবে সে কাজ কতোটা দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য, আর কতোটা নিজের পকেট ভর্তি করার জন্য তা বিবেচনা সাপেক্ষ।

সাধারণ প্রশাসনের অবস্থাও তথৈবচ। সেখানেও কাজের চাইতে কাজের ভড়ং বেশি। গাড়ি, বাড়ি, আসবাবপত্র সব হালফ্যাশানের। তখনকার দিনে দেখেছি সাধারণ শক্তপোক্ত টেবিল চেয়ারে সকলে কাজ করছে। আজ ঠাটবাট বেড়েছে, কিন্তু কাজের নামে অষ্টরম্ভা। আমি বলছি না যে বাইরের জৌলুষের প্রয়োজন নেই। নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তা যেন লক্ষ্যকে ছাপিয়ে না যায়। উপলক্ষ্যই যেন সেখানে বড়ো হয়ে দেখা না দেয়। লক্ষ্যের দিকে যে সাধারণ প্রশাসনের তেমন নজর নেই তা বুঝতে দেরি হয় না যখন দেখি নাশকতামূলক কাজ বেড়েই চলেছে। ট্রেন ও সড়ক দুর্ঘটনার কোনো শেষ নেই। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ব্যাঙ্ক লুট প্রায় প্রত্যেক দিনের ঘটনা। মানুষ কী অন্ধকারে, কী আলোয় প্রাণ হাতে নিয়ে চলছে। মহিলাদের নিরাপত্তা নেই। নারী লাঞ্ছনা ও অবমাননার ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক হয়ে পড়েছে। এ সবই সূচিত করছে প্রশাসনিক শৈথিল্য ও নিষ্ক্রিয়তা। সর্বত্র এই যে অবক্ষয় ও অধোগতি তার কারণ কী, তাকি আমরা স্থির মস্তিষ্কে ভেবে দেখেছি? (প্রকাশ ২০০০)

(চলবে)

সুবর্ণ বণিকদের অষ্টম বার্ষিক উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সুবর্ণ বণিক সমাজ, জঙ্গিপুর শাখার অষ্টম বার্ষিক মিলন উৎসব এবং সুবর্ণ বণিক কুলোদ্ভব শ্রী শ্রী মদ্ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের ৪৬৬ তম তিরোভাব তিথি উৎযাপন হলো জঙ্গিপুরে বৃন্দাবনবিহারী দেবঠাকুর মন্দিরে গত ৪ জানুয়ারী। এই অনুষ্ঠানে জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ, মির্জাপুর, পাইকর, মুরারই প্রভৃতি এলাকা থেকে সুবর্ণ বণিক পরিবারের লোকজন উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করে। এই অনুষ্ঠানে জঙ্গিপুর এলাকার বিদ্যালয়ের ৫০ জন দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীকে শীতবস্ত্র দেয়া হয়।

কংগ্রেসের ডেপুটেশন (১ম পৃষ্ঠার পর)

হাবিবুর রহমান, জেলা পরিষদ সদস্য আখরুজ্জামান, ১নং ব্লক সভাপতি সমীর পন্ডিত, অরুণ সরকার প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃত্ব। তাদের বক্তব্যে পুলিশ কর্মীদের কর্তব্যে অবহেলা ও গাফিলতি, নিরপেক্ষ ভূমিকার অভাব, চর বাজিতপুর, পিরোজপুর প্রভৃতি অঞ্চলের প্রকৃত জমির মালিকের উৎপাদিত ফসল জোর করে কেটে নেওয়া, মহামান্য আদালতের নির্দেশ থাকা সত্বেও বিভিন্ন কারণে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে পক্ষপাতমূলক আচরণ করা ইত্যাদি সমস্যা তুলে ধরা হয়। রঘুনাথগঞ্জ থানার ইনসপেক্টর-ইন-চার্জ এর অনুপস্থিতিতে এস. ডি. পি ও-র কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়া হয়। এস. পি. এবং আই. সি-র সাথে আলোচনা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস পাওয়ার পর বিক্ষোভ তুলে নেয়া হয়।

আমাদের প্রচুর ষ্টক—

তাই মাঘ-ফাল্গুনের বিয়ের কার্ড

পছন্দ করে নিতে সরাসরি

চলে আসুন।

নিউ

॥ কার্ডস ফেয়ার ॥

(দাদাঠাকুর প্রেস)

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন ঃ ৬৬২২৮)

কাজের লোক চাই

প্রতিষ্ঠিত ফার্মের জন্য বি-এ, বি-এসসি এবং বি-কম পাশ, সাইকেল ও মোটর সাইকেলে রপ্ত তিনজন কাজের লোক প্রয়োজন। কম্পিউটার জানা প্রার্থী বিশেষ অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স অনুর্দ্ধ ৩০।

যোগাযোগ ঃ— মোবাইল - ৯৪৩৪০০০৬৪৭

এখানে বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দীতে যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প এক ঘন্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

বন্ধু কর্ণার

প্রোঃ অসিত বারিক

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

ফোন ঃ (০৩৪৮৩) ২৬৭৫৫৫ ☐ মোবাইল-৯৪৩৪৭৩৮৬৮৪

এপিক খাদ্যের ভূমিকা (১ম পৃষ্ঠার পর)

অতিথিদের মধ্যে ছিলেন জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক পি. এম. কে. গান্ধী, জঙ্গিপুর ও সুতীর বিধায়ক আবুল হাসনাত এবং জানে আলম মিঞা। ছিলেন ম্যানেজার অনুপ রায় গাজোল ফিডপ্ল্যান্ট ও জেলা পঞ্চায়েত সদস্য সাহাদাৎ হোসেন প্রমুখ। আনন্দতীর্থ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের সদস্যদের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্যে অনুষ্ঠানের সূচনা। ছিল মন্ডলপুর মা দুর্গা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর স্বরচিত সঙ্গীত। লোকসঙ্গীতের গায়ে ধূসর মাটীর প্রলেপে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে এই আক্ষেপের মধ্যেই আমরা সুবেদ আলি ও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পেলাম প্রাণীসম্প্রদীভিত্তিক আলকাপ গান আর পঞ্চরস জাতীয় কমিক। এপিক খাদ্যের আলোচনার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে শোনালেন সমস্ত বক্তা। কৃষি, শিল্পের পরে পশুপালনে দিতে হবে অগ্রাধিকার। প্রাণী পালনে যেমন পরিকল্পিত চিন্তাভাবনা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে তেমনই উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সরকারী কারখানায় তৈরী সুষম প্রাণী খাদ্য এপিক ব্যবহারে উৎসাহী হতে হবে। বিক্রয়ের নিরিখে মুর্শিদাবাদ জেলার রয়েছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। মহকুমা স্তরে এই পরিধি আরও বিস্তৃত করার জন্য সচেষ্ট ও যত্নবান হতে হবে। স্থায়ী চাকরীর পরিধি খুবই সংকুচিত হয়ে যাওয়ার ফলে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেই বর্তমান সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে নানাবিধ পরিকল্পনার মধ্যে। তেমনই পিছিয়ে পড়া এবং আর্থিক ভাবে দুর্বল গ্রাম বাংলার মানুষদেরও আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের মধ্যে সেই সব পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য। এরজন্য একদিকে প্রয়োজন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া তেমনই সচেতন মানসিকতা এই প্রকল্পের সার্থক রূপদান সম্ভব। উৎপাদিত দ্রব্যের যথাযথ বাজার না পাওয়া গেলে প্রকল্প সার্থক হতে পারবে না। তাই প্রয়োজন রয়েছে যুগোপযোগী চিন্তা ভাবনা। শংকর গরু পালন, পোল্ট্রি বা ডিম উৎপাদনের মত লাভজনক ব্যবসায়ে এগিয়ে আসতে হবে। চিলিং প্ল্যান্ট, দুগ্ধ প্রকল্প, প্রভৃতির মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর রাখতে হবে। পঞ্চায়েত বা ব্লক স্তরে কর্মীদের বিভিন্ন পরিকল্পনার সার্থক রূপদানের জন্য যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। সেই সাথে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে নিজের এবং সমাজের আর্থিক দায়বদ্ধতার কল্যাণের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। এর ফলেই একমাত্র সম্ভব উন্নত এবং পরিকল্পিত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

কর্মনাশা বাংলা বনধ (১ম পৃষ্ঠার পর)

তবে বিরোধী দলের ডাকা অন্যান্য বন্ধের দিনের মতো আজ কিন্তু পুলিশের কর্মকর্তাদের তেমন সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায়নি। মহকুমা শাসকের অফিসে পিকেটিংরত দলীয় সমর্থকদের সাথে পুলিশের উত্তপ্ত বচসা ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটলেও পুলিশ অবরোধ তুলতে ব্যর্থ হয়। ফলে কর্মীরা অফিসে ঢুকতে না পেরে এই কর্মনাশা বন্ধের অংশীদার হয়ে যায়। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কও বহুক্ষণ অবরোধ থাকে।

রিনিউ হয় না (১ম পৃষ্ঠার পর)

দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক পুরোনো বছরের লাইসেন্স রিনিউ করতে আপত্তি জানিয়েছেন। এছাড়া অজয় চৌধুরীর পয়সা চাওয়া রোগটাও নাকি একালীন বিশেষভাবে মাথা চাড়া দিয়েছে।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনা[illegible] (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধি[illegible] পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।